পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি প্রমাণে ব্যর্থ হলে দাতা সংস্থার তহবিল গ্রহণ করা হবে না – শেখ হাসিনা

কিন্তু দুদক এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্পে কোন প্রকার অনিয়ম খুঁজে পায়নি।'

প্রধানমন্ত্রী বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এই দেশপ্রেমিক বাহিনী দেশকে একটি বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'এ ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র করে কেউ ক্ষমা পাবে না।'

তিনি বলেন, 'আপনারা মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেন তাছাড়া আপনাদের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ৮৫ ভাগ বাজেট ব্যয় হয়- সুতরাং আপনাদের সততা, ত্যাগ ও দক্ষতার ওপরই কাজের মান বজায় রাখা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নির্ভর করে।'

শেখ হাসিনা বলেন, কোন দেশ অথবা ফার্ম এগিয়ে এলে সরকার পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্পগুলো সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) অথবা বিল্ট, অপারেট ও ট্রান্সফার (বিওটি)'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলো ওইসব সংস্থার দেয়া নানা শর্তের কারণে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় না। অথচ কোন শর্ত না থাকায় সরকার তার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি কাজের মান বজায় রাখার পাশাপাশি জনগণের করের টাকা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইডিইবি সভাপতি একে এম এ হামিদ। বক্তৃতা করেন আইডিইবি সহ-সভাপতি জাফর আহমেদ সাদেক ও সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুর রহমান।

শেখ হাসিনা বলেন, তারা বিশ্বাস করেন যে দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। 'এ কারণে আমরা জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

তিনি বলেন, তার সরকার সারাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও কাগিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এক হাজার ৮শ' বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি উদ্যোগে তিনটি মহিলা ইনস্টিটিউটসহ ৪৯টি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া এ ধরনের ২০৫টি ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে।

তিনি বলেন, বৃত্তিমূলক শিক্ষ প্রসারে প্রতি উপজেলায় একটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ আরো ২৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, আইটি জ্ঞানসমৃদ্ধ কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্র উৎপাদন কর্মকাণ্ড শুরু করতে চাইলে তার জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করা হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইসিটি'র বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তথ্য-প্রযুক্তির ওপর একটি টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে তাঁর পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রকৌশলীদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে উচ্চ পর্যায়ের এক কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি।

তিনি বলেন, ওই সুপারিশের আলোকে বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

তাঁর সরকার সব সময় সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে একথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, কৃষিখাতে সমন্বিত ব্যবস্থা নেয়ার ফলে ইতোমধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে রয়েছে। পাশাপাশি দেশের রফতানি আয় অব্যাহতভাবে বাড়ছে এবং মাথাপিছু আয় ৮২৮ ডলার অতিক্রম করেছে।

তিনি বলেন, যানজট নিরসনে বেশ কয়েকটি ফাইওভার ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে ৪-লেনে উন্নীত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৫ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে আইডিইবি ক্রেস্ট প্রদান করেন।

মারিয়াম সেন্টারের নির্মাণকাজ শেষ করতে আরো ৫ মিলিয়ন পাউন্ড প্রয়োজন

বিশেষ ফান্ডরেইজিং ক্যাম্পেইন হাতে নেয়া হয়েছে। রান ফর ইউর মস্ক নামের এই বিশেষ ক্যাম্পেইন আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় ১ হাজার ভলন্টিয়ার অংশগ্রহন করবে এবং প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে এলএমসি।

গত ২৩ জানুয়ারী সোমবার দুপুরে এলএমসির সেমিনার হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে রান ফর ইওর মস্ক-ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহন করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ার ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী, নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার হোসেইন খান এবং ইমাম ও খতীব মাওলানা শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মারিয়াম সেন্টারের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিলো ২০০৯ সালের জুন মাসে। কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতায় গত আড়াই বছরে ভবনটির নির্মাণকাজ অনেকদূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। হোয়াইটচ্যাপেল রোড থেকে তাকালে ইষ্ট লন্ডন মসজিদের গোলাকার ডোমের পেছনে মারিয়াম সেন্টারের সুউচ্চ ভবনটি এখন সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এলএমসির প্রবেশপথে লাগানো মোজাইকের মতোই স্পেনের আল হামরার আদলে মারিয়াম সেন্টারেও মোজাইক লাগানো হয়েছে।

৯ তলা বিশিষ্ট এই ভবন নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৯ মিলিয়ন পাউন্ড। আর এই অর্থ আসছে কমিউনিটির মানুষের দান থেকে। গত রামাদ্বানসহ বিগত সাড়ে তিন বছরে কমিউনিটির মানুষের কাছ থেকে সাড়ে প্রায় ৪ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। তবে এই প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে প্রায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড এলএমসি কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে। বাকী আছে এখনো দেড় মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু ভবন নির্মাণে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫ মিলিয়ন পাউন্ড। বাকী অর্থ এই কমিউনিটির মানুষই দিয়েছেন। তবে এটা দান নয়, কর্জে হাসানা (সুদবিহীন লোন)। এই অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মারিয়াম সেন্টারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে আরো ৫ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রয়োজন। কমিউনিটির মানুষের প্রতিশ্রুত অবশিষ্ট দেড় মিলিয়ন পাউন্ডসহ আরো ৫ মিলিয়ন পাউন্ড রেইজ করতে হবে। তবে ভবনের সম্পুর্ণ কাজ শীঘ্র শেষ করা সম্ভব না হলেও মারিয়াম সেন্টারে নামাজের জায়গাটুকু আগামী রামাদ্বানের আগে মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

সেন্টারের নির্মাণকাজ শেষ করতে বিভিন্নভাবে ফান্ড রেইজিং অব্যাহত আছে। 'রান ফর ইউর মস্ক' নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন হাতে নেয়া হয়েছে যা আগামী এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্যাম্পেইনের মুল লক্ষ্য হচ্ছে- টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি রুটে ৫ কিলোমিটার পথ দৌড়ানো এবং জনপ্রতি ৫শ পাউন্ড করে উত্তোলন করা। ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকে তাদের বন্ধু-বন্ধব, শুভাকাংখী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে মসজিদের জন্য দৌড়ানোর কথা বলে ৫শ পাউন্ড সংগ্রহ করবেন।

এই ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন বয়সের প্রায় দুই হাজার মানুষ অংশগ্রহন করবেন এবং তা থেকে প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড রেইজ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্চেছ। ক্যাম্পেইন সফল করতে ব্যাপক প্রচারনা চলছে। যারা এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহনে আগ্রহী তাদেরকে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে নাম তালিকাভুক্ত করার আহবান জানানো হয়েছে। গত ঈদের জামাতে কয়েক হাজার লিফলেট বিলি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ সাড়াও পাওয়া গেছে। অনেকেই মারিয়াম সেন্টারের জন্য দৌঁড়িয়ে ফান্ড রেইজিং করতে তাদের নাম রেজিষ্টেশন করেছেন। আশা করা হচ্চেছ এই ক্যাম্পেইনে কমিউনিটির মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া পাওয়া যাবে।

এর আগে সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে ৯ তলা বিশিষ্ট মারিয়াম সেন্টার পরিদর্শন করানো হয়। এতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান, মির্জা আসহাব বেগ, কাউন্সিল অব মস্কের চেয়ার মাওলানা শামসুল হক, ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন, এফওবিসির চেয়ার ইয়াওর খান, কেম এম আবু তাহের চৌধুরী, মুফতি ছদর উদ্দিন, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ, জাজ বেলায়েত খান, মাওলানা মওদুদ হাসান প্রমুখ। সংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, জনমত সম্পাদক নবাব উদ্দিন, বার্তা সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, সুরমা সম্পাদক সৈয়দ মনসুর উদ্দিন, নতুন দিন-এর নির্বাহী সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক শেখ মোজাম্মেল হোসেন কামাল, সাপ্তাহিক জুমাবার সম্পাদক হাফিজ মুনির উদ্দিন আহমদ, চ্যানেল এস এর চীফ রিপোর্টার মুহাম্মদ জুবায়ের, সাপ্তাহিক পত্রিকার সাব এডিটর মতিউর রহমান চৌধুরী, মুসলিম পোস্ট সম্পাদক আলতাফ হোসেইন, বাংলা টাইমস-এর স্টাফ রিপোর্টার আব্দুল কাইয়ুম, বাংলা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি জাকির হোসেন কয়েস প্রমুখ।

উল্লেখ্য, হযরত ইসা (আঃ)-এর মায়ের নামে নামকরণকৃত মারিয়াম সেন্টারে বেশীর ভাগ জায়গা বরাদ্দ থাকবে মহিলাদের জন্য। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আরো নামাজের স্থান বাড়ানো হবে। থাকবে একটি ইসলামিক গার্লস স্কুল ও আরো বড় ফিনারেল সার্ভিস। এছাড়া বড় পরিসরে নন-মুসলিমদের জন্য থাকবে একটি স্থায়ী এক্সিবিশন সেন্টার। এখান থেকে ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা নিতে পারবে নন-মুসলিমরা। এছাড়া মহিলাদের জন্য হেলথ এন্ড ফিটনেস সুবিধাসহ আরো নানা কল্যাণমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যেভাবে বর্তমানে এলএমসিতে বহুমুখী সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কনজারভেটিভ লিবডেম কোয়ালিশন সরকারের বেনিফিট কর্তনে বঞ্চিত ৭ লাখ পরিবার

বেশি। এসব পরিবারের শিশুদের চাইল্ড বেনিফিট বন্ধ করে সরকার এক বিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় করবে। এদিকে কোন পরিবারের চাইল্ড বেনিফিটসহ বেনিফিট প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সীমা ২৬ হাজার পাউন্ডে নির্ধারণ করার একটি সরকারি পরিকল্পনা হাউস অব লর্ডসে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। হাউস অব লর্ডসে লিবারেল দলীয় কয়েকজন সদস্য বেনিফিট ক্যাপিংয়ে চাইল্ড বেনিফিটের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারটি নাকচ করে দিয়েছেন। এতে সরকারের প্রস্তাবনার পক্ষে ভোট পড়েছে ২৩৭টি আর বিপক্ষে পড়েছে ২৫২টি। লিবারেল দলীয় লর্ড প্যাডি আশডাউন ক্যাপিংয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বলেন, ৮০ হাজার পাউন্ড আয় করে চাইল্ড বেনিফিট পাবে আর ২৬ হাজার পাউন্ড বেনিফিটের উপর নির্ভরশীল একটি পরিবার চাইল্ড বেনিফিট পাবে না এর যথার্থতা মন্ত্রীরা কিভাবে প্রমাণকরবেন। সরকার আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে সর্বোচ্চ ২৬ হাজার বেনিফিট এর মধ্যে চাইল্ড বেনিফিট অন্তর্ভূক্ত করবে কি না।

উচ্চ আয় করে এমন পরিবারে শিশুদের চাইল্ড বেনিফিট বন্ধ করা নিয়ে সরকার ইতিমধ্যেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। জটিল প্রক্রিয়ার এই প্রস্তাবনায় পরিবারের কোন এক সদস্য যদি ৪২,৪৭৫ পাউন্ড বা তার বেশি আয় করে থাকেন তাহলে তিনি ৪০ পারসেন্ট করে আয়কর দিয়ে থাকেন। তার পরিবার কোন চাইল্ড বেনিফিট পাবে না। দেশের এমন বিপুল সংখ্যক পরিবার রয়েছে যেখানে কর্তাব্যক্তি এর চেয়ে বেশি অর্থ আয় করে থাকেন কিন্তু সন্তানের মা কোন আয় করেন না। এসব মায়েরাই চাইল্ড বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হবেন। আর্থিক সংকটে পড়বেন তারা। এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। অন্য দিকে অনেক পরিবারের দুই সদস্য যদি আলাদাভাবে ৪২,৪৭৫ পাউন্ডের নিচে অথবা মোট ৮৪,৯৫০ পাউন্ড পর্যন্ত আয় করে থাকেন তাহলে তারা চাইল্ড বেনিফিট পাবেন। চাইল্ড বেনিফিট এর জটিল নীতির ফলে দেশের ৬ লাখ ৮০ হাজার পরিবার বেনিফিট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন চ াইল্ড বেনিফিট এর এই সিদ্ধান্তের ফলে কাজকরেন না এমন অনেক মা দুর্ভোগের শিকার হবেন বলে সমালোচনার সম্মুখীন হ ন। চ্যান্সেলর জর্জ অসবোর্ণ ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে চাইল্ড বেনিফিট কর্তনের ঘোষণা দেন। তিনি তখন বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচেনা করে এই সিদ্ধান্ত সঠিক এবং প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন এতে সরকারের ১২ বিলিয়ন পাউন্ড চাইল্ড বেনিফিট বাজেটে বছরে এক বিলিয়ন পাউন্ড সাশ্রয় হবে। একই সময়ে চাইল্ড বেনিফিট তিন বছরের জন্যে না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে প্রথম শিশু সপ্তাহে ২০ পাউন্ড ৩০ পেনি করে এবং দ্বিতয়ি এবং অন্যান্য শিশুরা সপ্তাহে ১৩ পাউন্ড ৪০ পেনি করে চাইল্ড বেনিফিট পেয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক ছেলে মেয়ে ১৬ বছর পর্যন্ত এই বেনিফিট পায়। পিতামাতা অভিভাবকদের সন্তানের দেখাশোনার জন্য চাইল্ড বেনিফিট দেয়া হয়।

ওদিকে হাউস অব লর্ডসে ২৬ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত বেনিফিট ক্যাপিংয়ে চাইল্ড বেনিফিট অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেছেন ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার্কস এ্যান্ড পেনশনের একজন মুখপাত্র। তিনি বলেন, বেনিফিট ক্লেইমকারীরা কি পরিমাণ বেনিফিট পেতে পারেন এর একটি সীমা থাকা জরুরী। আমরা মনে করি ২৬ হাজার পাউন্ড একটি ভাল সংখ্যা এবং ট্যাক্সসহ একজনের ৩৫ হাজার পাউন্ড বেতনের সমান। অনেক পরিবার এই বেতনে কাজ করতে খুশি হবে। যদি চাইল্ড বেনিফিট এই ক্যাপিংয়ের আওতায় আনা না হয় তাহলে এটি অকার্যকর হবে। এতে আমাদের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে ন্যায় পরায়নতা আনা যাবে না।

সকল ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে নতুন বিশপ অব স্টেপনীকে স্বাগত জানালেন নির্বাহী মেয়র লুফুর রহমান

ইতিহাস ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেন। সম্বর্ধনার জবাবে নতুন বিশপ অব স্টেপনী অনন্য এই আয়োজনের জন্য নির্বাহী মেয়রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি এই জনপদের ধর্মীয় বৈচিত্রতা, বহু ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, এখানে বিশপ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আসতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

স্বাগত বক্তব্যে মেয়র লুফুর রহমান টাওয়ার হ্যামলেটসে বর্ণবাদি সংগঠন ইডিএল-এর ঘোষিত সমাবেশ প্রতিহত করতে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন বিশপ অব স্টেপনী ঐক্যের যে সার্বজনীন আহধ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে নিজের মুগ্ধতার কথা তুলে ধরে বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে বর্ণবাদিদের রুখতে সেদিন তাঁর ম্যাসেজে শুধু আমিই নই, সেখানে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন। ইডিএল-এর মার্চের ব্যাপারে আমরা সবাই ছিলাম উদ্বিগ্ন। আমি এই কারণে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলাম যে, চলমান অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সময় ইডিএলের ঘৃণার বার্তাটি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু ইডিএল ব্যর্থ হয়েছে।

মেয়র বলেন, আমাদের সুদৃঢ় ঐক্যের কারণেই বর্ণবাদিদের এই ব্যর্থতা, এই পরাজয়। স্রুটাওয়ার হ্যামলেটসের ঘৃণার কোন স্থান নেই এই ম্যাসেজ নিয়ে আমরা ওয়ান কমিউনিটি হিসেবে সেদিন ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই বর্ণবাদি গোষ্টি ব্যর্থ হয়েছিলো।

লুফুর রহমান বলেন, আমাদের ম্যাসেজ হচ্চেছ সুস্পষ্ট ও পরিস্কার - এই টাওয়ার হ্যামলেটসে ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিগত পরিচয় কিংবা যৌনতার পরিচয়ে কারো বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক আচরণ করা যাবে না। কঠিন সেই সময়ে আমাদের সকল ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমিউনিটির সেই কঠিন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় মেয়র লুফুর রহমান তাঁর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশপ অব স্টেপনীকে এবং উপস্থিত সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বর্তমানে ১৩০টি দেশ থেকে আসা মানুষ পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছেন - উল্লেখ করে মেয়র বলেন, এই বারায় সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ি ১৬৭টি উপাসনালয় রয়েছে, যেখানে প্রধান প্রধান ধর্মের মানুষেরা উপাসনা করে থাকেন। অতীতে সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্রস্থলে যেমন আমাদের ধর্মীয় নেতাদের অবস্থান ছিলো, তেমনি ভবিষ্যতেও তাঁদের ভূমিকা থাকবে মুখ্য।

মেয়র লুফুর রহমান নতুন বিশপ অব স্টেপনীকে স্বাগত জানান এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য এই জনপদকে আরো উন্নত করতে তাঁর সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

বিমানের সিলেট লন্ডন সিলেট ফ্লাইট পুনরায় চালুর দাবী

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করা প্রয়োজন। এজন্য দীর্ঘদিন ধরে আমরা দাবী জানচ্ছি।

গত বুধবার আটাব সিলেট জোনের নেতৃবৃন্দ সিলেট প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এদাবী জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আটাব সিলেট অঞ্চলের চেয়ারম্যান এমএ আহাদ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ সিলেট লন্ডন সিলেট ফ্লাইট গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। এ ফ্লাইট হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ায় লন্ডন যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হুচ্ছে। আটাবের পক্ষ থেকে ২২ ডিসেম্বর ফ্লাইটটি পুনরায় চালুর জন্য বিমানের জেলা ব্যবস্থাপকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। গত ১০ জানুয়ারী বিমানের জেনারেল ম্যানেজার (বিপণন ও বিক্রয়) এর সাথে ট্রাভেল এজেন্ট নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় এব্যাপারে জোরালো দাবী জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, লন্ডন প্রবাসী সিলেট যাত্রীদের দিয়ে বাংলাদেশ বিমানের যাত্রা শুরু হয়। প্রবাসী সিলেটীরা রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে আবদান রাখছেন। এ ফ্লাইটটি যাত্রীদের পছন্দের এবং বিমানের জন্য বেশ লাভজনক। বিমান কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বিদেশী এয়ার লাইন্সগুলো বিমানের যাত্রী নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী হারাবে এবং রাজস্ব আয়ও কমে যাবে। নেতৃবৃন্দ সিলেটের লন্ডন প্রবাসী যাত্রীদের হয়রানির কথা চিন্তা করে সিলেট লন্ডন সিলেট ফ্লাইটটি পুনরায় চালুর দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আটাব সিলেট অঞ্চলের সেক্রেটারী মোতাহার হোসেন (বাবুল), নির্বাহী সহ সভাপতি আলহাজ্ব আতাউর রহমান, সহ সভাপতি এমএ কাইয়ুম, মকসুদুর রহমান, আব্দুল বাসিত, এমএ মজিদ, হারুন রশিদ তালুকদার, ফজর আলী, মনসুর আলী খান, আব্দুল আলী, সাহির মিয়া, লুৎফুর রহমান মোহন প্রমুখ।

সূর্যের রুদ্রমূর্তি ! বিজ্ঞানীরা আশংকিত

জানিয়েছে বিজ্ঞানীরা। এই বিকিরণ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলা বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মহাকাশচারীদের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে আশংকা বিজ্ঞানীদের। মেরু অঞ্চলে যাতায়াতকারী বিমানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারও আশংকা করছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে, ২০০৫ সালের মে মাসের পর এই প্রথম এত বড় সৌরঝড়ের সন্ধান পাওয়া গেল। তবে এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় সূর্য থেকে যে প্রোটন কণার স্রোত ও 'করোনাল মাস ইজেকশন' (একাধিক কণার সে াত) নির্গত হবে, তা পৃথিবীতে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে বলে জানিয়েছেন নাসার গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের পদার্থবিদ আন্তি পুলকিনেন।

ঋণ নিয়ে চিন্তিত !!!

সরকারী আইনের সহযোগীতায় সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হোন

An Individual Voluntary Arrangement (IVA) could be your best solution to becomc debt free.IVA is a Government approved scheme created to help people with unsecured debt of over £15,000.

With IVA Plan: Real life Example:

জনাব উদ্দিন,
আমি কোনদিন চিন্তাও করতে পারি নাই যে আমি একদিন ঋৃন মুক্ত হবো। এটা আমার কাছে দু:সপ্নের মতো ছিলো। কিন্তু IVA এর মাধ্যমে ঋৃন মুক্ত হতে পেরেছি। এখন আমি নিশ্চিন্ত।

Mr. .S, London
60 monthly contribution of = £1942
Total paid = £116,540
Write off = £428,554 (78.62%)

Mr. K, Eastham:
Total Debts = £66,189
Total one of paid (Lump sum) =£11,702
Write off = £54,487 (82 %)

For a detailed analysis of your financial affairs and to discuss yours options in details, please call:
M: 07951243059 Tel:05603299797/ 0208 6173248 Fax: 02071382574
email: abc.13@live.co.uk

gbr Consultancy

119-121 White chapel Road (2rd floor) London E1 1DT
Association with: gbr LLP, web site: www.gbr.co.uk

wbd Start 15